দৈনিক

তারিখ 01 JUN 20..
পৃষ্ঠা ২২ কলাম ৪

পিপিআরসির বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে বাস্তব নীতি প্রণয়ন করতে হবে॥ হোসেন জিল্লুর

স্টাফ রিপোর্টার॥ প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে মাঠ পর্যবেক্ষণ করে বাস্তবতার নিরিখে নীতিমালা প্রণয়নের কথা বলেছেন শিক্ষা উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান। তিনি বলেন, মাঠে গিয়ে গভীর পর্যবেক্ষণ ছাড়া ঢাকায় বসে শিক্ষার উন্নয়নে যদি কোন পরিকল্পনা করা হয় তা অল্পতেই ভেঙ্গে যাবে। শনিবার বেসরকারী সংস্থা পাওয়ার এ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টারের (পিপিআরসি) প্রাথমিক শিক্ষার ওপর হালখাতা নামক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনা অনুষ্ঠানে তিনি আরও বলেন, প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে গৃহীত নীতিগুলোকে বাস্তবতার নিরিখে স্থানীয় পর্যায়ে শিথিল করা হবে কারণ অনেক নীতির সঙ্গে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমের মিল নেই।

আগারগাঁও এলজিআরডি ভবনের হলরুমে আয়োজিত প্রকাশনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের পরিচালক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আহমেদ কামাল, অর্থনীতিবিদ আতিউর রহমান, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোশারফ হোসেন প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। প্রাথমিক শিক্ষার হালখাতা নামের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন সুশিক্ষা আন্দোলনের সদস্য খোন্দকার শাখওয়াত আলী।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, প্রাথমিক শিক্ষায় আমাদের অনেক উন্নতি হয়েছে।
চলতি বছর সকল শিক্ষার্থীর হাতে নতুন বই দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। নীতি অনুযায়ী প্রত্যেক স্কুলে ৬০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগ দেয়ারও চেষ্টা করা হচ্ছে।
অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বলেন, শিক্ষার অন্য সব স্তর থেকে প্রাথমিক শিক্ষার জায়গাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সমাজের প্রত্যেক মানুষকে একটা সময় এ জায়গা দিয়ে যেতে হয়। তিনি বলেন, একটা সময় আমাদের শিক্ষার ঘরগুলো ছিল কাঁচা আর এখন শিক্ষকরা হচ্ছেন কাঁচা। গত কয়েক বছরে প্রাথমিক শিক্ষায় যেসব অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে তাঁরা আগামী ৪০ বছর দেশের প্রাথমিক শিক্ষা খাতকে কুরে কুরে খাবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। অধ্যাপক আহমেদ কামাল বলেন, জাতীয় সকল সমস্যা দূর করা সম্ভব সুনাগরিক তৈরির মাধ্যমে, আর সুনাগরিক গড়ে ওঠে সুন্দর প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে।
অধ্যাপক আতিউর রহমান বলেন, গত কয়েক বছরে দেশের শিক্ষা খাতে বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটেছে যা সিডরের চেয়ে ভয়ঙ্কর। তিনি বলেন, আগের তুলনায় সমাজ শিক্ষা ক্ষেত্রে কম ভূমিকা রাখছে। এখন সকল শ্রেণীর মানুষ শিক্ষার সমস্যা নিয়ে থানা কর্মকর্তার শরণাপন্ন হয়। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে নীতিমালা অনুযায়ী ৬০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগেরও কথা বলেন তিনি। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন করতে হলে রাষ্ট্র ও সমাজ মিলে শিক্ষার্থীদের জন্য দুপুরে টিফিনের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।